দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC. 07 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

46

পিরোজপুরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ২২ হাজার শিশু এখনও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংকট, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের সমস্যা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও নিয়ম পালিত না হওয়ায়, সর্বোপরি ঃ সুষ্ঠু তদারকির অভাবে পিরোজপুর জেলার 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র থেকে জানা গেছে, জেলার ৬টি থানায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬শ' ৬টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩শ' ১৯টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ২৫টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ২২টি, উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে ১৭টি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে ১শ' ৬২টি। এসব বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৭৯ হাজার ৪শ' ৯৭। বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এমন শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৫৮ হাজার ৮৬। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ২১ হাজার ৪শ' ১১টি শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

জেলার শতাধিক গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। যেখানে বিদ্যালয় রয়েছে, সেখানে বিদ্যালয়গামী শিশুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামগুলোর হাজার হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে, সেসব গ্রামেরও শত শত শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। এদেরকে বিদ্যালয়ে নেয়ার জন্য কোন উদ্যোগও দেখা যায় না।

অন্যদিকে জেলার ১৩টি ইউনিয়নের ২শ' ২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে মোট ১৭ হাজার ৯৬ জন ছাত্রছাত্রী খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে।

পিরোজপুর জেলায় ১ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩ জন সহযোগী শিক্ষা কর্মকর্তা, ৪৫ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৮২ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতি খুবই নগণ্য। ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।